বেনীগোরোদ (মস্কোর নিকট), রাশিয়া
20শে জুন 2014

বাণী সংখ্যা 280

মানসিক অনুবন্ধন - পঞ্চম।

"এরকম হওয়া উচিৎ"- এর লোভে উর্জার ক্ষয় হয় আর এর কারণে "যা হচ্ছে" অর্থাৎ দ্রষ্টারহিত দর্শন থেকে উৎপন্ন উর্জার - সঞ্চয়ন থেকে বঞ্চিত হয়ে যাওয়া- আমাদের দূর্ভাগ্যপূর্ণ পঞ্চম অনুবন্ধন। অখন্ড সজাগতাতে দ্রষ্টারহিত দর্শন সম্ভব কি?

এই অনুবন্ধনের জন্য আমরা নিজেদের এবং সঙ্গে অন্যদের বিষয়েও ছবি নির্মান করে নিই এবং ঐ ছবি রক্ষার কাজে লেগে থাকি। আমরা আমাদের দৈনন্দিন সম্পর্ক এবং কার্যকলাপের মধ্যেও মনে গুপ্ত ইচ্ছা রেখেদিই। আমরা সমস্ত প্রকারের বিশ্বাস-পদ্ধতি এবং 'মতের' অনুপালন করার মধ্যে সুখ অনুভব করতে থাকি।

পুনরায় এই অনুবন্ধনের কারণে অন্তর-অস্তিত্ব শূন্যতা আর শূন্যতার সুব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। আর আমরা বিচারে লিপ্ত হয়ে যায়। ফলে 'বিচারক'- এর রূপে 'আমি' আরো মজবুত হয় আর ফলস্বরূপ বিচারক বিচার কে আরো বৃদ্ধি করে। এই ভাবে, আমরা বিচারের বন্যায় ডুবে যায়।

অন্তর- অস্তিত্ব শূন্যতা, নির্মনের অবস্থা, আর এই শূন্যতায় প্রয়োজন অনুসারে দৈনিক কাজের জন্য ক্রমানুসারে কারিগরী বিচারও আসতেপারে। এটাই ধ্যানশীল মন। এই অবস্থায় অন্তর-অস্তিত্বে সমস্ত বিকার এবং অরাজগতা সমাপ্ত হয়ে যায়। অন্তর-অস্তিত্বে শূন্যতাই সুব্যবস্থা।

"ঈশ্বর"-কে খোঁজা, না ধ্যান আর না কোন পবিত্রতা। এতো 'যা হচ্ছে' তার থেকে পলায়ন রূপী অনুবন্ধনের বিড়ম্বনা এবং বিকৃতির কারণ। বস্তুতঃ না আছে কিছু খোঁজার দরকার আর না আছে পাবার ব্যাপার, যেটার দরকার আছে সেটা হল 'যা হচ্ছে' তাকে দেখার জন্য জেগেওঠার। অতএব 'নির-মন'-এ থাকো।ভগবত্তার সঙ্গে থাকো। জীবনের সঙ্গে থাকো। মনের আধিপত্য বাড়ানোর অর্থ জীবনের সমজদারীকে কমজোর করা, এই অনুবন্ধনেরই অংশ।

ক্রিয়াবানরা বলে যে ওরা শিবেন্দুর কাছে আসে "অর্ন্তদৃষ্টি" পাওয়ার জন্য। কিন্তু অর্ন্তদৃষ্টি কারও নিজস্ব সম্পত্তি নয়। অখন্ড চৈতন্যের রূপে এ সর্বত্র বিরাজমান। এ না তোমার, না আমার। এ কোন দেওয়া-নেওয়া করার মত প্রযুক্তিগত জ্ঞান নয়। নির্মনা অবস্থায় জীবনের আশীর্বাদ কে ভাগাভাগি করে নেওয়া।

21 এপ্রিল 2014 তারিখে আমেরিকার সাপ্তাহিক পত্রিকা 'টাইম'-এ একটি তথ্য প্রকাশ করেছে। গত বছর অর্থাৎ 2013 সালে আমেরিকায় পোশা পশু, মুখ্যত কুকুরের উপর খরচ করা টাকা আজ পর্যন্ত সবথেকে বেশী 55,700 আরব আমেরিকান ডলারে পৌঁছে গেছে। আর অন্য দিকে আজও এই পৃথিবীতে লাখ লাখ লোকের একবেলার খাবার ভাগ্যে জোটেনা।

আদিবাসী ক্ষেত্রে সাহায্যের জন্য ভারতবর্ষে অনেক মিশনারীরা আসে এবং সাহায্যের নামে এই সরল আদিবাসীদের উপর তাদের বিশ্বাস-পদ্ধতির বোঝা চাপিয়ে দেয়। ওদের উপর চাপিয়ে দেওয়া বিশ্বাস-পদ্ধতি "পাপ আর উদ্ধারকারী"-র অবধারণা, তাদের সরল আনন্দপূর্ণ এবং সঙ্গীতময় জীবন ভয়ঙ্কর ধর্মীয় গোঁড়ামিতে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই ভাবে ধর্মপরিবর্তন তাদের মানসিক বিকৃতিতে পরিবর্তিত করে দেয়।

গভীরভাবে অনুবন্ধনের জালে আবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও আমরা কি এই প্রকৃত সত্যেরথেকে পালিয়ে যাওয়ার অবস্থা থেকে মুক্ত হতে পারি?

।। "যা হচ্ছে"-র জয় হোক।।